ভারতকন্যা

সরলা।

(কথাগ্রন্থ)

"স্ত্রী ও পুরুষের আত্মশক্তির একত্ব সম্পাদনের নাম বিবাহ।"

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবৃত।

দি মডার্ণ বুক ডিপো

৬৩।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

 [মূল্য ছয় আনা মাত্র।
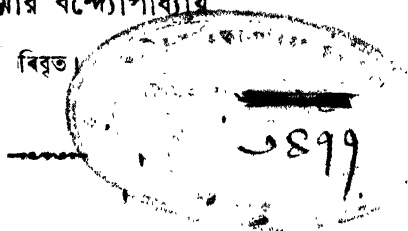
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বিএ মহাশয়ের গ্রন্থাবলী।

গুরুগোবিন্দ সিংহ (সচিত্র) ।√০
সাবিত্রী (সচিত্র) √০
দময়ন্তী (সচিত্র) √০
শিখচিত্র (সচিত্র)—যন্ত্রস্থ
শাখীনামা (সচিত্র)—যন্ত্রস্থ
ভারতের শিল্প-বাণিজ্য—যন্ত্রস্থ
খুলাসৎ-উৎ তওয়ারিখ (সচিত্র)—যন্ত্রস্থ
ভারতবর্ষ (শুক্রাচার্য্যের আমল)—যন্ত্রস্থ
India in the days of Rishi Sukra (in the Press)

বসন্তবাবুর পুস্তকগুলি সংযত ভাষা বর্ণনা-মাধুর্য্য, চরিত্র-চিত্রণ ও সদ্‌ভাবের গুণে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাঁহার সাবিত্রী ও দময়ন্তী পৌরাণিক চিত্রের বঙ্গীয় সংস্করণ মাত্র নহে, সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে তিনি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী আদর্শরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। পৌরাণিক চিত্রের এরূপ সংস্করণ বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব সন্দেহ নাই। তাঁহার গুরুগোবিন্দ সিংহ ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত এবং একাধিক ভাষায় অনুদিতও হইয়াছে। অন্যত্র দুই একটি মতামত উদ্ধৃত হইল। অন্যান্য পুস্তকগুলির প্রায় সমস্তই পূর্ব্বে কোন না কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে একত্র করিয়া প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

দি মডার্ণ বুক ডিপো।

সরলা।

দি মডার্ণ বুক ডিপো

৬৩।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সৎগ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার করাই এই ডিপোর প্রধান উদ্দেশ্য। চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতে পারে এমন গ্রন্থের প্রকাশভারও আমরা লইয়া থাকি। মফস্বলে ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তকের সরবরাহ করাও আমাদের কার্য্যের একটি অঙ্গ। অর্ডারের সহিত এক তৃতীয়াংশ মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

আমাদের নিকট হইতে লইলে বসন্তবাবুর পুস্তকের ডাকমাশুল লাগে না, অধিকন্তু এক সঙ্গে বারখানা বই লইলে শতকরা ৬।০ কমিশন দেওয়া হয়।

চিঠি-পত্র আমার নামে পাঠাইতে হয়। পত্র লেখকের ঠিকানা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তাঁহার পত্র-অনুযায়ী কার্য্য করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

শ্রীনিত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যানেজার।

ভূমিকা।

বাঙ্গলা ১৩১৯ সালের পূজার ছুটিতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল। কোন এক বন্ধুর উপরোধে তাঁহার দূরস্থিতা এক নিঃসন্তানা বিধবা আত্মীয়ার পাঠের জন্যই ইহার রচনা হয়। তখন মনে হয় নাই যে, কখন ইহা লোক-সমাজের গোচরে আনিতে পারিব। আদর্শ বিধবার চিত্র অঙ্কন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কতদূর সফল হইয়াছি, বলিতে পারি না। চরিত্রগুলির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন লেখকের প্রভাবসংযুক্ত আমার অজ্ঞাতে কিছু-না-কিছু আসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য আমার কোন দুঃখ নাই। গ্রন্থের মৌলিকতা সম্পাদনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, আমার উদ্দেশ্য যাহা ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যে শ্লোক কয়টি গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে ব্যবহার করিয়াছি, সেগুলি 'বিজয়া' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের নবম সংখ্যার কোন প্রবন্ধে ছড়ান ছিল। উহাদের অনুবাদ-অংশও বিজয়া হইতে গৃহীত। এজন্য বিজয়ার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ও উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থখানিকে একেবারে নির্ভুল করিতে পারি নাই। সামান্য যে কয়টি ভুল হইয়াছে, সেগুলি সহজেই ধরিতে পারা যায় বলিয়া আর শুদ্ধিপত্র দিলাম না। কেবল একটি ভুলের উল্লেখ বিশেষভাবে আবশ্যক মনে করি। ভুলক্রমে—১০ পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে 'ছয়' স্থলে 'পাঁচ' ছাপা হইয়াছে। ইতি—৭ই কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

স্ত্রীপুংসয়োরাত্মশক্ত্যোরৈকত্বসম্পাদনম্ বিবাহঃ।

"স্ত্রী ও পুরুষের আত্মশক্তির একত্ব সম্পাদনের নাম বিবাহ।" কাজেই—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং ন্যাপ্যুপোষিতম্।

পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

"স্ত্রীদিগের স্বতন্ত্র যজ্ঞ নাই, স্বতন্ত্র ব্রত নাই, স্বতন্ত্র হইয়া উপবাস করিবার অধিকার নাই; একমাত্র পতি-সেবার দ্বারাই স্ত্রী স্বর্গে পূজনীয়া হইয়া থাকেন।" এবং

সম্যগ্ ধর্ম্মার্থকামেষু দম্পতিভ্যামহর্ণিশম্।

এক চিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ॥

"ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম (বাসনাদি) বিষয়ে পতি ও পত্নী সম্পূর্ণ একচিত্ত হইবে, ব্রত এবং জীবিকা বিষয়েও একচিত্ত হইবে।" কিন্তু ভাগ্য দোষে—

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।

উপচর্য্যঃ স্ত্রীয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।

"স্বামী যদি কুচরিত্র, কদাচারী, স্বেচ্ছাচারী এবং গুণহীন হন, তাহা হইলেও সাধ্বী পত্নী সেই স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা-ভক্তি করিবে।"

উৎসর্গ।

দেবি !

তোমাকে কখন দেখি নাই, কখনও দেখিব না। তোমারই পবিত্র চরিত্র কল্পনা করিয়া এই ক্ষুদ্র পুষ্পের সৃষ্টি। তাই তোমারই পাদপদ্মে ইহাকে অঞ্জলি দিলাম।

গ্রন্থকার।

সঙ্কলা
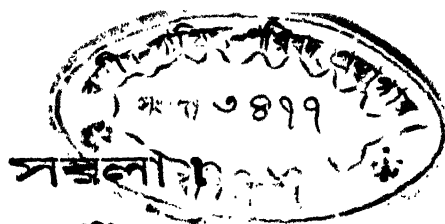
(১)

অনেক দিনের কথা নয়, বিলনগ্রামে মধুসূদন বিদ্যা-রত্ন নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় টোল না রাখিয়া রাজসরকারে জজ-পণ্ডিতের কায করিতেন। মাহিনাও মন্দ পাইতেন না। কাজেই সংসারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল এবং যে বাড়ীতে এক সময় সংযম মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিত, বিলাসিতা দেবী এই অবসরে সেই পবিত্র মন্দিরে আপনার সিংহাসন পাতিতে বসিলেন। ফলে বিদ্যারত্নের পুত্রগণের কেহই তেমন ভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠিল না, তবে বংশগত পবিত্রতার জোরে কোন ক্রমে চরিত্রটি বজায় রাখিয়াছিল।

বিলাসিতা দেবী পুরুষকে যেমন সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন, মেয়েদের কিন্তু তেমন সহজে পারেন না। মেয়েরা স্বভাবতঃই স্থিতিশীলা। তাহারা পুরুষের মত নূতন ভাবগুলিকে সহসা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। কিন্তু তাহারা একবার যাহা ধরে, তাহা সহসা ছাড়ে না—তা' সে ভালই হউক, আর মন্দই হউক।

বিদ্যারত্ন-পরিবারের মেয়েরাও সেজন্য বিলাসটাকে বড় আমল দিতেন না। সোনার চেয়ে তাঁহারা শাঁখার বেশি আদর করিতেন। তাঁহাদেরই গুণে বাড়ীতে অতিথি দেবতার মত পূজিত হইত, ভিখারীরা কোনদিন 'শুধুমুখে' ফিরিত না। বিদ্যারত্ন-গৃহিনী বাড়ীর 'গিন্নী' হইয়াও 'গিন্নী' নহেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীর অনুমতি ছাড়া তিনি কোন কিছু করিতে সাহস করেন না। শাশুড়ীও তাঁহার উপর সংস্কারের সমস্ত ভার ফেলিয়া হরি নামের মালা ও নাতি-নাতিনীদের লইয়া নিজেকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন—'বৌমা, আমি আর ক'দিন! তুমি ত সব জান-শোন; আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর বাছা! আমি কি আর চিরদিনই সংসার নিয়ে থাকব। কবে কোন্ দিন তাঁর মত ফস্ ক'রে চ'লে যাব—ভগবানের নামটি করবার অবসরও পাব না।' বলিতে বলিতে স্বামীর অকাল-মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ায় চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, বৃদ্ধা আর কথা কহিতে পারেন না, কোলের নাতিনীটিকে বুকে চাপিয়া ধরেন। সাধ্বী আজও—এতকাল পরেও প্রাণের দেবতাকে ভুলিতে পারেন নাই। সময় সময় যখনই তাঁহার কথা মনে পড়ে, তখনই তিনি আকুল হইয়া উঠেন, চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া যায়। কিন্তু বাহিরের কেহ বড়

একটা সে চাঞ্চল্য বুঝিতে পারে না। অপরে লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজেকে সামলাইয়া লন।

(২)

বিদ্যারত্নের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের নাম সরলা। সরলা সব চেয়ে ছোট। সে তাহার মা বাপের অষ্টম সন্তান। তাহার ছোট দাদার জন্মের পর তাহার আরও একটি ভাই ও তিনটি বোন হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান তাহাদের সকলকে দু'চার বছরে পড়িতে না পড়িতেই কোলে টানিয়া লন। চার চারিটি সন্তান হারাইয়া যখন তাঁহাদের হৃদয় শোকে ভরিয়া গিয়াছিল, তখন ভগবান দয়া করিয়া সরলাকে তাঁহাদের কোলে পাঠাইয়া দিলেন। সরলাকে পাইয়া তাহার বাপ মা পূর্ব্ব শোক ভুলিয়া যান—সরলা তাঁহাদের নয়ন-পুত্তলি হইয়া উঠে।

সরলার নাম 'সরলা' থাকে, এ তাহার মায়ের ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল দুর্গাদাসী, কালীতারা, কি ঐ রকম কোন ঠাকুরের নাম থাকে। সরলার দাদাদের কিন্তু কোন ঠাকুরের নাম পছন্দ হইল না। তাহারাই জোর করিয়া নাম রাখিল—সরলা। ঠাকুরমা ঠাট্টা করিয়া

বলিলেন—আজ কাল কোম্পানির আমলে ঠাকুরদের নাম রাখ্‌লে পাপ হয়—না রে!

(৩)

সরলা নিতান্ত ভালমানুষটি নয়। তাহার দৌরাত্ম্যে তাহার ঠাকুরমাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। 'নাদোশ নোদোশ' মেয়েটি—দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়, খুব কালও নয়, খুব ফর্‌সাও নয়, মাঝামাঝি রং। রং যা'ই হো'ক্‌, চেহারার মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য্য আছে, দেখিলেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। ঠাকুরমা যখন কোলে ক'রে বিকাল বেলা পথের ঘরের দাওয়ায় বসেন, তখন রাস্তা দিয়ে যে যায়, সেই একবার সরলাকে কোলে ক'রে আদর ক'রে যায়।

সরলা একবার ঠাকুরমাকে পেলে আর কাহাকেও চায় না। তখন যদি মা এসে সাধাসাধি করেন, ত' সে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধ'রে মার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে থাকে। কিছুতেই মার কাছে যাবে না। মা কি ঠাকুর-মার মত আদর ক'র্‌তে পারে, না, নাচাতে পারে!

ঠাকুরমারও সরলাকে না হইলে চলে না। সরলা সামনে বসিয়া খেলা না করিলে মালায় মন বসেনা, তখন হরির মূর্ত্তির যায়গায় সরলার মূর্ত্তি চক্ষের সামনে

ভাসিতে থাকে, তখন তিনি সরলার ধ্যানে তন্ময় হইয়া পড়েন। পরপর কয়েকটি নাতি নাতিনীকে হারাইয়া তাঁহার মন বড়ই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সরলাই তাঁহার হৃদয়ে নূতন স্ফূর্ত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে—তিনি সরলাময় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার গোপাল আগে ছবির গোপাল ছিল, এখন গোপাল-মূর্ত্তি সরলারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বালক-মূর্ত্তি।

(৪)

সরলাদের বাড়ীতে প্রতিদিন বৈকালে কোন না কোন পুরাণ পাঠ হয়। পাড়ার অনেক মেয়েই এই পুরাণ শুনিবার জন্য সরলাদের বাড়ী আসে। পুরাণ শুনা ত' হয়ই, সেই সঙ্গে পাড়ার দশজনের নিন্দা প্রশংসাও যে না হয়, তা' কেমন করিয়া বলিব। গ্রামের বাহিরের অনেক কথারও এখানে আলোচনা হয়। সামাজিক কি ধর্ম্মবিষয়ক কোন বিষয়ই বাদ যায় না। একদিন কথায় কথায় একটি বৃদ্ধা বলিলেন—'সেদিন বিনু (বিনু তাঁহার ছেলে, সহরে কাজ করে) ব'লছিল, 'সাহেবদের একটা মেম থাকতে আবার বে করবার জো নেই—তাদের ধর্ম্মে না কি বাধে।' অমনি একটি যুবতী বলিয়া উঠিলেন—'অমন ধর্ম্ম না হ'লে কি আর ওরা অত

বড় হয়! আমাদের এদেশে গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে ক'রলেও পাপ নেই। এমন ধর্ম্ম থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি!' যুবতী কুলীন-বনিতা।

সরলার ঠাকুরমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—'ও কি কথা লো! ধর্ম্মের নিন্দা করতে আছে। ধর্ম্ম কখন খারাপ হয়! যার যেমন ধর্ম্ম; ওদের ধর্ম্ম ওদের মতন, আমাদের ধর্ম্ম আমাদের মতন। ওদের মেয়েরা ঘাঘরা পরে, জুতা পরে ব'লে কি আমরাও ঘাঘরা প'রব, না, জুতা প'রব, না, তাঁদের মতন পুরুষদের সঙ্গে হাত-ধরাধরি ক'রে বেড়িয়ে বেড়াব! তোর যেমন কথা! ওদের মেয়েরা যে বিধবা হ'লে আবার বে করে, আমাদেরও তাই ক'রতে হবে নাকি! তা নয় দেখ্ তোর বরকে ব'লে ক'য়ে, যদি আমাদের পছন্দ হয়!'

যুবতী লজ্জিত হইয়া বলিল—'যাও, তোমাদের যা কথা।'

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন—'তোর সে ভয় ক'রতে হবে না—এ বুড় বয়সে আর বে করবার সাধ নেই।' একথায় বৃদ্ধারা সকলেই হো. হো. করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ঠাকুরমা বলিলেন—'আজকালকার ছেলেরাও যেমন, মেয়েরাও তেমনি হ'চ্ছে। সাহেবদের যা, তাই এাল।

কেন্ রে বাবু, আমরা কি মানুষ নই, না, আমাদের যা' সবই মন্দ! ভাল মন্দ সকলেরই আছে। ওদের পুরুষেরা একটা বৌ বেঁচে থাক্‌তে আর বে করে না, সে খুব ভালই করে। কিন্তু ঐ যে মেয়েরা বিধবা হ'তে না হ'তে আবার যে বে করে, ওটা কি ভাল? স্বামী কি কাপড় নাকি! যতদিন ভাল রইল প'র্‌লুম, ছিঁড়ে গেল ফেলে দিলুম, আবার নূতন কাপড় প'র্‌লুম। আমাদের দেশে ত' স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অত সোজা নয়। একবার যার সঙ্গে বে হ'য়েছে, তাকে আর কি জীবনে ভুল্‌তে আছে? হিন্দুর মেয়েদের স্বামী ছাড়া দেবতা আছে না কি? স্বামী যত্ন ক'রেলেও দেবতা, পায়ে ঠেল্‌লেও দেবতা বেঁচে থাক্‌লেও দেবতা, ম'রে গেলেও দেবতা। স্বামীর মত কি দেবতা আছে? ঐ সেদিন 'দক্ষ যজ্ঞ' পড়া হ'চ্ছিল শুনিস্‌নি, সতীর সামনে তার বাপ তার স্বামীর নিন্দা ক'রেছিল ব'লে সে বাপকে কি বলে দেহত্যাগ কর্‌লে? মনে নেই তবে শোন—"

ঠাকুরমা তখন ভক্তি-গদ-গদ চিত্তে সতীর দেহত্যাগ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, রমণীরা আগ্রহের সঙ্গে চির পুরাতন কাহিনীটি আবার নূতন করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

(৫)

বছর পাঁচ বয়স্ হবার আগেই সরলা ঠাকুরমার কাছ থেকে কৃষ্ণের সহস্র নাম, গঙ্গাস্তব প্রভৃতি সহজ সহজ মন্ত্রগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা ঠাকুরমার কাছে বসিয়া ভূতের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবের সাধনার কথা, প্রহ্লাদের ভক্তির কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। রাত্রে যখন সে স্বপ্ন দেখিত, তখন দেখিত ধ্রুব এক ভয়ানক বাঘকে জড়াইয়া ধরিয়াছে আর বাঘটা তাহার গা চাটিতেছে। সরলা কখন বাঘ দেখে নাই, তাহার স্বপ্নের বাঘ তাহাদের বাড়ীর গরু। সরলা ঐরূপ আরও কত কি স্বপ্ন দেখিত। ঠাকুরমার গল্পগুলি তাহার মনে গাঁথিয়া যাইত—সে যখন গল্প শুনিত, তখন যেন আবিষ্ট হইয়াই শুনিত।

সরলা যখন আধ-আধ স্বরে স্তবপাঠ করিত, তখন সকলের কাযকর্ম্ম পড়িয়া থাকিত, তাহারা হাঁ করিয়া তাহার সেই মধুমাখা কথাগুলি শুনিত। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সরলাকে কাছে বসাইয়া স্তোত্র পাঠ করিতে বলিতেন। সরলা নাচিতে নাচিতে সুর করিয়া পড়িত—তাহার সে পাঠ বাস্তবিকই মধুময় ছিল। অমন বয়সের কোন্ ছেলের মুখের কথা মিষ্ট না হয়!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সরলার চাঞ্চল্য কমিয়া আসিতেছিল। ছ' বছরে পড়িয়াই সে ব্রত করিতে আরম্ভ করিল। আজ সেঁজুতির ব্রত, কাল পুণ্যি-পুকুর। এইরূপ ফি মাসে একটা না একটা ব্রত তার করা চাই-ই। বাড়ীতে ৺নারায়ণ আছেন। দু'বেলা তাঁহার পূজার সময় সরলার সেখানে উপস্থিত থাকা চাই-ই। সে পূজার ফুল তুলিবে, প্রদীপ সাজাইবে, কাঁসর বাজাইবে —এখনও যে সে শাঁক বাজাইতে শিখে নাই। সেজন্য কত দুঃখ। ঠাকুরমাকে প্রায়ই বলা হয়, 'ঠাকু'মা! কবে শাঁক বাজাতে শিখ্‌ব—বলনা।'

(৬)

সরলা আট বছরে পড়িতে না পড়িতে চারিদিকে বরের খোঁজ হইতে লাগিল। তখন যে আমাদের দেশে অত অল্প বয়সে মেয়েদের বে দেওয়ায় যে কোন দোষ হ'তে পারে, তা' কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তখন ত সমাজ এতটা হীন হয় নাই, পারিবারিক বন্ধন ও এতটা আল্গা হইয়া উঠে নাই, তখন কর্ত্তারা জানিতেন পরিবারবর্গের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব কতখানি। তখন যে সে দায়িত্ব পালন করা ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া গণ্য ছিল।

বিগ্তারত্নের ইচ্ছা ছিল যে, কোন সুপাত্রের হস্তে কন্যা দান করিবেন। সেজন্য যতই ব্যয় করিতে হউক, করিবেন। একমাত্র কন্যাকে কখন যার তার হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায় না। অনেকগুলি উচ্চ কুলীন তাঁহার যৌতুকের কথা শুনিয়া সরলার পাণি প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহই বিদ্বান ছিলেন না বলিয়া তিনি কাহাকেও পছন্দ করেন নাই। বিদ্যা ও চরিত্র হীনের কুলের মর্য্যাদা তাঁহার কাছে হেয় ছিল। তিনি বলিতেন 'যদি বিদ্বান ও চরিত্রবান্ না হইল, তবে আর কুলীন বলিয়া কোন্ লজ্জায় পরিচয় দিতে আইস?' এজন্য অনেকেই তাঁহাকে দম্ভী বলিয়া নিন্দা করিত!

যাহা হউক অনেক অনুসন্ধানের পর রাজপুরের এক পাত্রকে পছন্দ হইলে। পাত্র কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করে। তাহারা পাঁচ ভাই। সে সেজ। তাহার জ্যেষ্ঠ দুইজনও শিক্ষিত ব্যক্তি! একজন হিন্দু কলেজ হইতে জুনিয়র স্কলারসিপ পাশ করিয়া এক সদাগরী আফিসের কেরাণী হইয়াছে। সাহেব নাকি তাহাকে নিজে ডাকিয়া কর্ম্ম দিয়াছে। অপর জনও কলিকাতায় থাকেন। তিনি তথাকার কোন্ এক বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের পণ্ডিত।

ছোটদের দুইজন পড়ে, একজন এখনও খেলা করিয়া বেড়ায়—পড়িবার মত বয়স হয় নাই। কর্ত্তা রামনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বাড়ীতে থাকেন, সামান্য যায়গা-জমি আছে, অবসর মত তাহার তত্ত্বাবধান করেন ও ছেলে দুইটিকে নিজে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ান। তিনি সর্ব্বদা যপতপ লইয়াই ব্যস্ত। সে অঞ্চলে সাধু পুরুষ বলিয়া তাঁহার একটা সুনাম আছে। তাঁহার মত নিরহঙ্কার, সরলচিত্ত ব্যক্তি বড় কমই দেখা যায়। তিনি যে এক সময় তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সংস্কৃত ন্যায় ও দর্শনে যে তাঁহার অসামান্য অধিকার আছে, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া কেহই বলিতে পারিবে না। তাঁহার কথাবর্ত্তা এত সরল যে সকলেই বুঝিতে পারে—তাহা পাণ্ডিত্যের অভিমান-কলুষিত নহে। চৈতন্য দেবের 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা' উপদেশটী তিনি তাঁহার জীবনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

এইরূপ একটা সম্বন্ধ বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়। বহুপুণ্যে এইরূপ আত্মীয় জুটে। বিদ্যারত্ন কি এ সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন! বংশমর্য্যাদায় পরস্পরে সমতুল্য। পাত্রের পিতা কন্যা দেখিয়া আসিলেন। কন্যা সুলক্ষণা বটে। তবে আর বিলম্ব কিসের? শুভদিনে পাত্র ও

পাত্রীর আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহেরও দিনস্থির হইয়া গেল। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে নিয়মিত আচারে সরলার ক্ষোভহীন নির্ভর-পরায়ণ শান্ত হৃদয় চন্দ্রকান্তের জ্ঞান-লালায়িত উদার হৃদয়ের সহিত চির-জীবনের জন্য মিশিয়া গেল!

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

অষ্টম বর্ষীয়া বধু এক হাত ঘোমটা টানিয়া শ্বশুর বাড়ীতে আসিলেন। জননী-স্বরূপিনী শাশুড়ী ঠাকুরাণী সাহ্লাদে বরণ করিয়া ঘরের বউকে ঘরে তুলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পাকস্পর্শ হইল। সরলা কম্পিত হস্তে প্রায় শত ব্রাহ্মণের পাতে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিল। ব্রাহ্মণেরা তাহার সে অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া তাহাকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লইলেন।

প্রতিবেশিনীরা কয়দিন দলে দলে আসিয়া নববধূকে দেখিয়া গেল। কেহ রংএর চটক নাই দেখিয়া নাক শিঁটকাইল, কেহ কাল বলিয়া নিন্দা করিল। কেহ বা দেখিল, নাকটা একটু খাঁদা, কাহারও চক্ষে চ'খের তারা একটু কটা বলিয়া বোধ হইল। আরও কত লোকে কত কি দোষ ধরিল—তা সে সব দোষ সরলার বাস্তবিক থাকুক আর নাই থাকুক। তবে সরলার প্রশংসাও যে একেবারে কেহ করে নাই, তাহাও নয়। অনেকেই তাহার শান্ত স্বভাবটী লক্ষ্য করিয়াছিল। এমন কি

তাহার নিন্দাকারিনীদেরও সে কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। রূপের চেয়ে গুণ যে কত বড়, তা যে-আমরা আজও ভাল করিয়া বুঝিলাম না। তাই ক'নে আসিলেই তাহার রূপের পরীক্ষা করিতে বসি, তাহার কোন গুণ আছে কি না তা' খোঁজ করা দরকার মনে করি না। রূপ ভাল হইলেই ক'নে বেশ।

(২)

সরলার শাশুড়ীই এ বাড়ীর গিন্নী। তিনি খুব পাকা গিন্নী না হইলেও কাযকর্ম্ম বেশ গুছাইয়া করিতে পারেন। সাংসারিক কুটীলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুই জনে কখন কলহ করেন নাই—বুঝি অবসরও পান নাই। স্বামী তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন—'স্বামীর যা' ধর্ম্ম, তা'তে সাহায্য করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।' তিনিও তাহাই বুঝিয়াছেন, আর সেইমত নিজের জীবনকে গড়িয়াছেন। তাঁহার মত ভাগ্যবতী কয় জন!

তাঁহার কেমন একটা স্বভাব ছিল যে প্রতিদিন খোঁজ লওয়া চাই—কাহারও বাড়ীতে 'আগুন পড়িল' কিনা। তিনি বলিতেন, "গ্রামের লোক উপ'সী থাকতে কি গৃহস্থের খেতে আছে?' যে দিন শুনিতেন, ও পাড়ার

কামার বউ আজ অসুখ করায় রাঁধ্‌তে পারে নাই, তাহার ছেলেমেয়েগুলার আজ খাওয়া হয় কিনা সন্দেহ, তখনই তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাদের আনাইয়া খাওয়াইতেন। যখনই শুনিতেন যে, ঘোষাল বাড়ীর চাল-ডাল ফুরাইয়া গিয়াছে—তাহাদের খাবার কোন সংস্থান নাই, তখনই তিনি দিন কতকের জন্য তাহাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্র করিয়া আসিতেন এবং কর্ত্তার নিকট হইতে কিছু টাকা চাহিয়া তাহাদের হাতে দক্ষিণা দিতেন। সে ত' দক্ষিণা নয়—সে যে চাল ডাল কিনিবার জন্য গুপ্ত সাহায্য, তা' কি আর তাহারা বুঝিত না! কাজেই, কাহারও কোন কষ্ট হইলেই তাঁহার কাছে আসা চাই-ই, তিনি যে একটা না একটা উপায় অবশ্যই করিয়া দিবেন।

তাঁহার বাড়ীতে যখন কায, তখন সকলকেই আসিতে হইবে। তাঁহার ছেলের বিয়েতে যদি না আমোদ করিবে ত' কবে করিবে! কাজেই কয় দিন ধরিয়া সরলার শ্বশুরবাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। তাহার শাশুড়ী সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া 'অমুক আসে নাই কেন,' 'অমুকের কি হ'য়েছে' বলিয়া সকলের খোঁজ করিতে লাগিলেন। সকলেই বউ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। তাঁহার সামনে যদি কেহ ক'নের রংএর নিন্দা

করিতে যাইত, অমনি তিনি হাসিয়া বলিতেন—'বৌমা ত' আর এখন পরের মেয়ে নন যে সবাই নিন্দা ক'রবে। উনি যে আমাদের আপনার লোক হ'য়েছেন। আপনার লোকের নিন্দা ক'রতে আছে!' সকলে তাঁহার সে কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিত। সে হাসির তরঙ্গে অর্দ্ধ-উচ্চারিত নিন্দা কোথায় ভাসিয়া যাইত।

(৩)

যে দিন পাকস্পর্শ হইল, সেই দিন রাত্রে ফুলশয্যা। চন্দ্রকান্ত এই কয় দিনের পর তাহার স্ত্রীকে ভাল করিয়া দেখিল। দেখিয়া বলিল—'তোমার নাম কি?' লজ্জায় সরলার চ'খের পাতা দুইটি লাল হইয়া উঠিল। কবি চন্দ্রকান্ত তখন সেই পাতায় চুম্বন করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। বলিল—'তোমার নামটি কি বল না।' তিন চারিবার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিবার পর সরলা অতি আস্তে আস্তে উত্তর করিল—'শ্রীমতী সরলা বালা দেবী।' সরলার উত্তর শুনিয়া ত' সে হাসিয়াই আকুল। সরলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল।

অনেক দিন পরে সরলা একদিন সাহস করিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'ফুলশয্যার রাত্রে তুমি আমার নাম শুনে হেসে উঠেছিলে কেন?' চন্দ্রকান্ত

তখন উত্তর করিয়াছিল—'তোমার বলবার 'শ্রী' দেখে। আমি কি 'হুকুম'শায়' যে অমন ক'রে নাম ব'ল্‌তে হবে!' —'তবে কি ব'ল্‌ব! যা নাম তা ব'ল্‌ব না! জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে কেন?'—'আমি কি তা' ব'ল্‌ছি! আমি ব'ল্‌ছি সকলের সঙ্গে কি এক রকম ক'রে কথা কহিতে হয়! ব'ল্লেই ত হ'ত—সরলা। তা' নয়, বলা হ'ল শ্রীমতী সরলাবালা দেবী।' চন্দ্রকান্ত শেষ নামটা এমনই ভাবে উচ্চারণ করিল যে লজ্জা পাইয়া সরলা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কৃত্রিম কোপে বলিয়া উঠিল—'যাও, তোমার যত সব দুষ্টুমি!'

ফুলশয্যার রাত্রে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। চন্দ্রকান্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সরলাকে কথা কহাইতে পারিল না। তখন দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

(৪)

চন্দ্রকান্ত কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে আর একবার স্ত্রীর দেখা পাইয়াছিল। সে রাত্রে সে আর লজ্জা দিয়া সরলার মুখ বন্ধ করে নাই, বরং বিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। সেই রাত্রে চন্দ্রকান্ত তাহার শ্বশুরবাড়ীর প্রায় প্রত্যেকের কিছু না-কিছু পরিচয় পাইল, তাহার শ্যালকদের নাম জানিতে

পারিল, ঠাকুরমার যত্নের কথা শুনিল, সরলার খেলুড়িদের নাম জানিল, আরও জানিল সরলাদের বাড়ীতে প্রতিদিন পুরাণ পাঠ হয়, সরলা তাই মন দিয়া শুনে। সে সরলাকে দুই চারিটা প্রশ্ন করিয়া জানিল, সরলা পুরাণের দুই একটা গল্প একরকম বুঝিতে পারিয়াছে, কতকগুলি গল্প আদৌ বুঝিতে পারে নাই। চন্দ্রকান্ত তখন দুই একটা গল্প বুঝাইয়া দিল। সেই সঙ্গে মেয়েদের কি করা উচিত তাহাও তাহাকে শুনাইল। তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—'তুমি যত্ন ক'রে সংসারের কায-কর্ম্ম শিখো। আমাদের বাড়ীর সকলকে আপনার লোক মনে ক'রো। কখনও কা'রও কথায় রাগ ক'রো না। সকলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কহিও।" তারপর সরলা কাহাকে কি বলিয়া ডাকিবে, কার সঙ্গে কিরূপে কথা কহিবে, তাহাও সে তাহাকে জানাইল। সরলা তাহার কতক কথা বুঝিল, কতক কথা এক কান দিয়া শুনিল আর এক কান দিয়া বাহির করিয়া দিল, আর কতক বা না বুঝিলেও মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইল।

শেষ কালে চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিল—'তুমি এ ক'দিন ধ'রে খুব কেঁদেছ, শুনলুম। শ্বশুর বাড়ীতে এসে কি কাঁদতে আছে! বে' হ'লে শ্বশুর বাড়ী আপনার বাড়ী হয়, তা' কি তুমি শোন নি।"

সরলা লজ্জিতা হইয়া বলিল—'কে বল্লে আমি কেঁদেছি। তুমি দেখেছ!' চন্দ্রকান্ত অনেক চেষ্টার পরে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল—'আমি না হয় নাই দেখ্‌লুম! তুমি ত কেঁদেছ।'

সরলা চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রকান্ত বুঝিল, সরলার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। ছেলেমানুষ কয়দিন মা বাপকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে!

(৫)

কয়েক দিন পরে সরলা বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় কতকগুলি নূতন স্মৃতি লইয়া গেল। দুই দিনের কথাতেই চন্দ্রকান্ত তাহার কোমল হৃদয়ে একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। অতটুকু মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুই বুঝে না, তবুও সে বুঝিয়াছে, চন্দ্রকান্ত তাহার আপনার জন। ঠাকুরমা বলিয়াছেন—'যার সঙ্গে বে হয় সে দেবতা।' সরলাও তাই মনে মনে চন্দ্রকান্তকে দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

বিবাহের পর মেয়েদের চালচলন একটু না একটু বদলাইয়া যায়ই। সরলারও বদলাইল। বিয়ের জল গায়ে লাগিয়া সে খুব শান্ত হইয়া পড়িল, আর তার তেমন লাফালাফি নাই—তেমন ক'রে আব্দার করাও

যাই—চুপিচুপি খেলা, চুপিচুপি কায করা,—চেঁচিয়ে কথাটি পর্য্যন্ত কহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরলার মা হাসিয়া বলেন—'আপনা থেকেই যে তুই বউ হ'য়ে উঠ্‌লি। তোকে শেখাতেও হ'ল না।'

(৬)

তের বছর বয়সে সরলা শ্বশুর ঘর করিতে গেল। এই কয় বৎসর সে কখন বাপের বাড়ী, কখন শ্বশুরবাড়ী থাকিত। এরকম যাতায়াত করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীকে আপনার করিয়া লইতে শিখিয়াছিল।

এই কয় বৎসর জামাইষষ্ঠীর দিন ছাড়া সে আর কোনও দিন চন্দ্রকান্তের দর্শন পাইত না। সে দিন তাহার পুণ্য দিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঐ অত অল্প বয়সেই ঐ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিল। ঐদিন সে তাহার জীবনের একটা মহা উৎসবের দিন বলিয়া মনে করিত। সারা বৎসর যাঁহার পবিত্র স্মৃতি তাহার হৃদয়ের সাক্ষী হইয়া থাকিত, ঐদিন রাত্রে সে সেই প্রাণের দেবতাকে বুকের কাছে পাইয়া কেমন এক অদ্ভূত আনন্দ অনুভব করিত। সে রাত্রে তাহার চ'খের পাতা বুজিত না—সে সারারাত জাগিয়া দেবতার সঙ্গে গল্প করিত—কত কথা কহিত—তাহার কোন্‌টা বলিবার

মত আর কোন্‌টা তা' নয়, সে বিচারের ক্ষমতা তখন তাহার থাকিত না—তাহার প্রাণের উৎস সে দিন খুলিয়া যাইত, সেদিন সে যেন বাঙ্ময়ী সরস্বতী হইয়া উঠিত।

সেদিন চন্দ্রকান্তেরও একটা উৎসবের দিন বলিয়া মনে হইত। পাঠাবসানে যখন মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কোথা হইতে যে সরলার স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে, কাব্যে কোন সুন্দরীর বর্ণনা পড়িতে পড়িতে যাহার চিত্রটী মনের মধ্যে একটা মধুর আন্দোলনের সৃষ্টি করে, কোন সুন্দর জিনিষ দেখিলেই যাহার কথা বারবার মনে উঠে, যাহার চিন্তায় সুখ, বিরহেও সুখ, যে হৃদয়ের সমস্তখানি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, সেই প্রেমময়ী মানসী মূর্ত্তি ঐ দিন তাহার নিকট জীবন্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। ঐ দিন কি সামান্য দিন! সেও আগ্রহের সহিত ঐ দিনের অপেক্ষা করিত।

(৭)

ইতিমধ্যে সরলা মায়ের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংসারের প্রায় সমস্ত কাযই একরূপ শিখিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ঠাকুরমাকে সে আর রাঁধিতে দেয় না—সে নিজে তাঁহার জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। কোন কোন দিন

সংসারেও কতক রান্না রাঁধিয়া দেয়। পরিবেশনের ভার সে নিজের হাতে লইয়াছে। বড়ি দেওয়া, বড়ির জন্য ডাল বাটা, নারিকেল কুরিয়া চন্দ্রপূলি প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা সবই সে শিখিয়াছে। তাহার হাতের নাড়ু না খাইলে তাহার বাপের তৃপ্তি হয় না। তাই সে যখন শ্বশুর বাড়ী থাকে, তখন তাহার শাশুড়ী মাঝে মাঝে তাহাকে দিয়া নাড়ু প্রভৃতি তৈয়ারি করাইয়া তাহার বাপের কাছে পাঠাইয়া দেন।

শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া সে তাহার শাশুড়ীর ডান হাত হইয়া উঠিল। তাহার বড় যায়ের একটি ছেলে। এবার আসিয়া সেই তাহার মা হইয়া বসিয়াছে। ছেলে কাকিমার কোল পাইলে তাহার মার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। ছেলেকে কোলে করা, তাহাকে দুধ খাওয়ান, টীপ পরান, কাজল পরান—এসব কায সরলার, আর সরলা এখন এসব কায না করিলে যায়ের মন উঠেনা—যা যে আর কাহারও সাজানো পছন্দ করেন না। সরলার মেজ যা তাহার চেয়ে বছর কতকের বড়—বড় লোকের মেয়ে, তত খাটিতে পারে না। শাশুড়ী ভাল মানুষ—কিছু বলেনও না। কাজেই সে যতটুকু আপনা থেকে করে, ততটুকুই ভাল। সরলা তার ঘরটী পর্য্যন্ত সাজাইয়া দেয়—চুল ত' বাঁধিয়া দেয়ই। তা'

ছাড়া আরও অনেক কায সরলাকে করিতে হয়। সরলা 'কুটনা' না 'কুটিলে' তাহার শাশুড়ীর মনে ধরে না। সরলা জোর করিয়া ভোগের রান্না রাঁধিবার ভার লইয়াছে।

সে প্রতিদিন ভোর বেলা উঠিয়া স্নান করিয়া আসে। যেদিন স্নান করেনা, সে দিন কাপড় কাচিয়া আসে। তারপর ঠাকুরের জন্য ফুল তুলিয়া পূজার সমস্ত যোগাড় করিয়া রাখে। এখন পূজার জিনিষ যখন যেটা দরকার তখনই সেটা পাওয়া যায়, পূজা করিতে বসিয়া বলিতে হয় না—এটা নাই, ওটা নাই।

তাহার শ্বশুরের সেবার ভার এখন তাহার উপর পড়িয়াছে। শ্বশুর বলেন—'মা আমার ভগবতী—বর দেবার জন্য হাত তুলেই আছেন—চাইতে না চাইতেই পাওয়া যায়।' বাস্তবিকই অতটুকু সরলা শ্বশুর বাড়ীর অনেকগুলি বিষয়ে বেশ একটা শৃঙ্খলা আনিতে পারিয়াছে। সে তার মার কাছে থেকে গৃহিনাপনাটুকু বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

(৮)

কয়েক বর্ষ এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। চন্দ্রকান্তের সহিত এখন সরলার মাঝে মাঝে দেখা হয়।

চন্দ্রকান্ত সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তথাকার একটি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কায করিতেছেন। তিনি নিজেকে কেবল সংস্কৃতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ইংরেজী পড়িতেও আরম্ভ করিয়াছেন। এই বৈদেশিক ভাষায় তাঁহার জ্ঞান মোটামুটি একরূপ জন্মিয়াছে। পরের সাহায্য না লইয়াও এখন তিনি ঐ ভাষায় লেখা ইতিহাস ও কাব্যাবলী পড়িয়া বুঝিতে পারেন। গৃহে আসিয়া যখন সরলার সহিত কথাবার্ত্তা হয়, তখন তিনি তাহার নিকট আপনার নব-অর্জ্জিত বিদ্যার অনেক পরিচয় দেন। মুগ্ধ সরলা বিহ্বল হইয়া স্বামীর সেই বচন-সুধা পান করিতে থাকে।

চন্দ্রকান্ত ইতিহাস পড়িয়া বিদেশের নিকট হইতে যদি কিছু শিখিবার মত পাইতেন, অমনি তাহা সাগ্রহে হৃদয় মধ্যে গাঁথিয়া লইতেন। সেই সব শিক্ষনীয় বিষয়গুলি তিনি সরলার নিকট গল্প করিতেন। পুরাণ হইতে সংযম ও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে কত গল্প করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা কেন সম্পদ অপেক্ষা দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বারবার বলিতেন—'চরিত্রই বড়, ধন কিছু নয়।'—'কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া যদি পরম আত্মীয়কেও শত্রু করিতে হয়, তবে তাহাতে পাপ নাই।'—'ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মশিক্ষা দিতে যাইয়া কত রকমে পাণ্ডবদের বুঝাইয়া' দিয়াছেন—কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম; যে এই কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া জপতপ স্নানশুচিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া তুলে, সে ভ্রান্ত—সে প্রকৃত ধর্ম্মাচারী নহে।' তিনি আরও বলিতেন—'এখনকার ব্রাহ্মণেরা নামে ব্রাহ্মণ—তাহারা আর সমাজের জন্য বাস করে না—নিজেদের জন্যই ব্যস্ত!' তিনি কতবার বলিয়াছেন যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, আবার এদেশে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া তুলেন। তিনি নাকি সেজন্য সমাজে যাহারা হেয়—যাহাদের ছায়া মাড়াইলেও লোকে স্নান করে—এমন সব জাতি বাস্তবিক হেয় কিনা জানিবার জন্য পুরাণ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছেন। কিন্তু কোথাও এমন কথা পান নাই যে অমুক জাতিকে ঘৃণা করিতেই হইবে। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে, যাহার চরিত্র আছে সেই পূজনায়, আর যাহার তাহা নাই সেই হেয়; যে দেশের-দশের ভাল করিবার চেষ্টা করে সেই ব্রাহ্মণ, আর যে না করে সে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ নহে। তাঁহার বড় সাধ, সরলাকে লইয়া তিনি এক হীন জাতির মধ্যে গিয়া বাস করিবেন—তাহাদের মধ্যে পবিত্রতা আনিয়া তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিবেন। সরলা এখন বড় ছোট, আর তাঁহার নিজের

শিক্ষাও এখনও শেষ হয় নাই, তাই অপেক্ষা করিতেছেন। সরলা আর একটু বড় হইলেই তিনি তাহাকে তাঁহার কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবেন—সেখানে গিয়া দুইজনে পবিত্রতার মন্দির স্থাপন করিবেন—লোক-সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবেন। কোথায় গিয়া তাঁহারা কায করিবেন, তাহাও নাকি তিনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

এই সব কথায় সরলার বেশ উৎসাহ দেখা যাইত। সে আগ্রহে স্বামীকে উৎসাহ দিত, সে নিজে কি করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের ছেলে-মেয়েদের কোলে পিঠে করিবে, তাহাদের আপনার করিয়া লইবে, তাহা কেমন মধুর ভাবে বর্ণনা করিত। সে যখন এই সব কথা কহিত, তখন তাহার মুখে কেমন এক দিব্য জ্যোতিঃ দেখা যাইত; চন্দ্রকান্ত মুগ্ধ হইয়া তাহার সেই সৌন্দর্য্য পান করিতেন।

তৃতীয় খণ্ড।

(১)

মানুষ ভাবে এক, কিন্তু হয় আর। বিধাতার মনে কি যে আছে, তিনিই জানেন। তাঁহার উপর ত' আর কাহারও কথা চলে না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা হইবেই। তথাপি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবার জন্য আমাদেরও চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ সেই চেষ্টাই ত' মনুষ্যত্ব। যদি মানুষ হইয়া মানুষের কায না করিলাম, তবে জন্মই যে বৃথা।

চন্দ্রকান্ত যাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বড় মহৎ—তাহা অপেক্ষা বড় কায আর কিছু আছে কিনা জানি না। ভগবানের সেবা ত' ঐ রকম করিয়াই করিতে হয়—ভগবান যে বিশ্বরূপ—সমদর্শী, তাঁহার চক্ষে যে উচ্চনীচ ভেদ নাই—সব সমান। তাঁহার মত সকলকে সমান দেখিয়া সকলের সেবা করিতে পারাই ত' তাঁহার পূজা করা—আর কি রূপে তাঁহার পূজা হইতে পারে বুঝিতে পারি না।

চন্দ্রকান্ত ভগবানের পূজার জন্য নিজেকে বেশ সংযত

ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন ; নিজের যে কোথায় ত্রুটি তাহা বুঝিয়া সেগুলি শুধরাইয়া লইতেছিলেন, নিজের যে অভাব তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহার ডাক পড়িল। তিনি হাসিমুখে ধরিত্রীর সঙ্গে আপনার পুণ্য দেহ মিশাইয়া দিয়া কোন্ এক অনন্তরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

এই সংবাদ রাজপুরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে গ্রামময় হাহাকার পড়িয়া গেল—চন্দ্রকান্ত যে সকলের আত্মীয় ছিলেন, সকলের আপদে-বিপদে চন্দ্রকান্ত যে বুক দিয়া উপকার করিতেন। সেই চন্দ্রকান্ত আজ নাই ! একদিনের বিসূচিকায় তাঁহার মত চন্দ্র চিরদিনের মত অস্ত গেলেন। বাড়ীর কেহ সেবা-শুশ্রূষা করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না ! তাঁহাদের সে শোক কি যাইবার !

চন্দ্রকান্তের পিতা হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়নাথকে জানাইয়া আপনাকে শান্ত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল—'তোমারই ইচ্ছা হউক পূরণ, ওহে ভগবন্ !' তিনি ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন—তাঁহার জিনিষ তিনি লইয়াছেন, আমি মানুষ শোক করিবার কে ?

হাস্যমুখী জননীর মুখটি আজ চির দিনের জন্য বন্ধ

হইয়া গেল—আর কি কেহ তাঁহাকে তেমন করিয়া হাসিতে দেখিবে! কয়দিন তিনি এমনই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে শান্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার সে শোকাবেগ একটু কমিয়া আসিলে স্বামী বুঝাইলেন, স্ত্রীও বুঝিলেন—চন্দ্রকান্ত দু'দিনের লীলা করিবার জন্যই জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য হইয়া গিয়াছে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের কার্য্য ফুরাইলে আমরাও চলিয়া যাইব। বৃথা শোক করিলে ত' সে আর ফিরিয়া আসিবে না—বরং তাহাতে ভগবানের কার্য্যে অশ্রদ্ধা দেখান হইবে। মর্ম্ম-পীড়িতা জননী স্বামীর ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইবার ভয়ে আর বিন্দুমাত্র অশ্রু ফেলিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মর্ম্মস্থল যে পুড়িয়া গেল!

আর সেই হতভাগিনী—চন্দ্রকান্তই যার ধ্যান-ধারণা ছিল, তাঁর তৃপ্তির জন্য যে যা-নয়-তা'ই করিতে প্রস্তুত ছিল, সেই সরলতার মূর্ত্তিমতী সরলা আজ কোথায়? বিলনে যখন দুঃখের কথা পৌঁছিল, তখন সে ঠাকুরমার কাছে বসিয়া সাবিত্রীর পুণ্যগাথা শুনিতে শুনিতে কোন্ এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল। সে তখন চন্দ্র-কান্তের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল—সে ভয় পাইয়া

ঠাকুরমাকে জড়াইয়া বলিল—'ঐ দেখ বুঝি চ'লে গেল।'
বিস্মিতা ঠাকুরমা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া
দেখিলেন—সে মূর্চ্ছিতা।

ঐ সময়ে তাহার মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে
ছিলেন—'ওরে সরলা, তোর কপালে এই ছিল রে!'
সরলা স্বপ্নঘোরে সেই কথা শুনিয়াছিল, শুনিবা মাত্রই
সে যেন দেখিল, কে যেন কোথা হইতে আসিয়া চন্দ্র-
কান্তকে কোলে তুলিয়া পলাইয়া গেল। তাই সে ভয়ে
চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

(২)

ন্যায়রত্ন মহাশয় সরলাকে রাজপুরে আনাইয়া পুত্রের
শ্রাদ্ধাদি পারমার্থিক মাঙ্গলিক কর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন।
তিনি দেখিলেন, সরলা এই কয় দিনেই অত্যন্ত শুকাইয়া
গিয়াছে, তাহাকে আর চিনিবার জো নাই। সে যেন
এই কয় দিনেই গম্ভীর-প্রকৃতি প্রৌঢ়া হইয়া উঠিয়াছে—
তাহার বয়স দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার এ
পরিবর্ত্তন বড়ই কষ্ট-দায়ক। সকলেই লক্ষ্য করিল যে
তাহার প্রাণের ভিতর কি যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা হই-
তেছে, আর সে সেই যন্ত্রণা হইতে নিজেকে মুক্ত করি-
বার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আগ্রহের সহিত গৃহকর্ম্মে

ঘর দিয়াছে। জোর করিয়া শাশুড়ীকে রান্নাঘর হইতে নির্ব্বাসন করিয়া তাঁহার আসন দখল করিয়াছে। এখন সে কেবল পূজার ফুল তুলিয়া ও জিনিষ পত্র গুছাইয়াই সন্তুষ্ট নহে—নিজেও পূজা করিতে শিখিয়াছে। কার্য্যাবসানে যখন অবসর পায়, তখনই ঠাকুরঘরে যাইয়া ঠাকুরের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন এক গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকে।

(৩)

তাহার শ্বশুর এ সব পরিবর্ত্তন বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিলেন। তিনি বুঝিলেন, সরলার এ পরিবর্ত্তন খুব সুলক্ষণ নহে—শীঘ্রই তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইতে পারে। কি করিয়া তাঁহার মন ফিরান যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে একদিন বলিলেন—'মা আমার, আমি যখন রামায়ণ-মহাভারত পড়ি, তখন তুমি আমার কাছে বসিয়া থাকিবে। ঐরূপ চুপটি ক'রে এক কথা সর্ব্বক্ষণ ভাবার চেয়ে সৎকথা শুনলেও উপকার আছে।' সরলা কোনদিনই গুরুজনের কথায় আপত্তি করে নাই—আজও করিল না। সেই দিন থেকে সে নিয়মিত ভাবে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিল। প্রথম প্রথম সে নিজকে জোর করিয়া পাঠ-

গৃহে লইয়া যাইত, শেষে সেটা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিল। পূর্ব্বে পাঠের দিকে একটুও মন বসিত না, এখন ক্রমে ক্রমে তাহার সে ভাব চলিয়া যাইতে লাগিল, সে চেষ্টা করিয়া মন দিয়া পাঠ শুনিতে লাগিল।

স্মার্ত্তরত্ন মহাশয় কেবল রামায়ণ-মহাভারতের গল্প-গুলি পড়িয়া যাইতেন না, তিনি তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর চরিত্রগুলি বাছিয়া লইয়া তাহারই বিশ্লেষণ করিতেন আর সেই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা, বিধবার উচ্চাদর্শ সরলার চক্ষের উপর আঁকিয়া দিতেন। সরলা অবাক হইয়া সেই মধুর চিত্রগুলির কথা বারবার ভাবিত। সে ভাবিত, আমিও ত' বিধবা—আমার ধর্ম্ম কি? বাবা বলিলেন, 'স্বামীর যাহা ধর্ম্ম ছিল তাহাই পালন করা বিধবার ধর্ম্ম।' স্বামীর ধর্ম্ম কি? বাবা বলিলেন—'সকলকে সমান চক্ষে দেখে সকলের সেবা করাই স্বামীর ধর্ম্ম—তাহাই যে মনুষ্য-ধর্ম্ম। আর যাহা মনুষ্য ধর্ম্ম, তাহাই স্বামীর ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পালন করিলেই স্বামীর আত্মা তুষ্ট হন।' তিনি বলেন—'বিধবার ব্রত শ্রেষ্ঠ ব্রত—বিধবা যে ভগবানের অংশ।' তিনি আরও বলেন—'যে বিধবা নিজেকে ভগবানের মত পবিত্র ভাবিতে পারে না, ভগবানের মত সকলের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ

করিতে পারে না, সে কি বিধবা ?' তিনি বলেন—'যে বিধবা স্বামীর যাহা ধর্ম্ম ছিল, তাহা পালন করিবার চেষ্টা করে না, সে কি আর জন্মান্তরেও স্বামীর দর্শন পাইবে ? —স্বামীই যার ধ্যান ধারণা নহে, স্বামীর ধর্ম্মই যাহার ধর্ম্ম নহে, সে কি বাস্তবিক বিধবা ? সে ত' ব্রতচ্যুতা পাপিনী।'

(৪)

সরলা যখনই এই সব কথা ভাবিত, তখনই চন্দ্রকান্তের আদর্শটাও তাহার চক্ষের কাছে নাচিতে থাকিত। সে ভাবিত—'স্বামী আমার যাহা সাধন করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে ছিলেন, তাহা সাধন করাই কি তবে আমার ধর্ম্ম ? অত বড় ধর্ম্ম কি আমি একলা সাধন করিতে পারিব ! আমার অত শক্তি কোথায় ? ক্ষুদ্র আমি, —আমি কি তবে তাঁহার আত্মাকে তুষ্ট করিতে পারিব না !' যখন নিজেকে অত ছোট মনে করিয়া সে হতাশ হইয়া পড়িত, তখন তাহার হৃদয়ে কি যে যন্ত্রণা হইত, তাহা বুঝিবার নহে। সে আকুল প্রাণে তাহার স্বামীর নিকট বল ভিক্ষা করিত, বলিত—'তুমি আমার হৃদয়ে এস—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি—আমাকে দিয়া তুমি তোমার কাষ করাইয়া লও। আমি কি

তোমার শক্তি না পাইলে তোমার ধর্ম্ম—আমার ধর্ম্ম পালন করিতে পারিব! হে ঠাকুর, তোমার কাষ তুমি কর—আমাকে দিয়া করাইয়া লও।'

যখন তাহার মনের অবস্থা এইরূপ, তখন একদিন তাহার শ্বশুর বুঝাইলেন—ক্ষুদ্র বলিয়া কিছু নাই—সব সমান—ভগবান সকলকে সমান চক্ষে দেখেন, তিনি সকলকে সমান শক্তি দিয়াছেন। কেহ সেই শক্তির পূজা করে, কেহ করে না। সেই শক্তির পূজা করিলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—মানুষ না পারে কি? শক্তির পূজা না করিলে, সে শক্তি ফুটিয়া উঠিবে কি করিয়া? জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এই শক্তির পূজা করিতে হয়। এই শক্তির পূজা কারতে করিতেই মানুষ দেবতা হইয়া উঠে, তখন আমরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিতে বসি।

সরলা মুখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'বাবা! শক্তির পূজা করিতে হয় কিরূপে?' সরলা পূর্ব্বে কখন তাহার শ্বশুরের সহিত কথা কহিত না, আজ মনের আবেগে, হৃদয়ের তাড়নায় তাহার মুখ খুলিয়া গেল—সে বলিয়া উঠিল—'বাবা! শক্তির পূজা করিতে হয় কিরূপে?'

তিনি বলিলেন—'আমি তাহাই তোমাকে শিখাইতে চাই। তুমি শিখিবে?' সরলা বলিল—'শিখিব'।

(৫)

শীঘ্রই এক শুভদিনে শুভক্ষণে সরলা শ্বশুরের নিকট হইতে দীক্ষা লইল। শ্বশুর উপদেশ দিলেন—'সর্ব্বদা মনে রাখিও তুমি বিধবা, আর তোমার ধর্ম্ম—তোমার স্বামীর ধর্ম্ম পালন করা।'

তারপর তিনি সরলাকে বলিলেন—'তোমার এই ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, তোমাকে লেখাপড়া শিখিতে হইবে। চিরকাল ত' আর কেহ তোমায় উপদেশ দিবে না। তুমি নিজে লেখাপড়া শিখিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলেই তোমার স্বামীর আদেশ জানিতে পারিবে।'

সেই শুভদিনেই সরলার হাতে খড়ি হইল। সরলা কলাপাতে দাগা বুলাইয়া সেই দিনেই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের কতক আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

এখন এই লেখাপড়া শেখা সরলার শক্তি পূজার একটী অঙ্গ হইল। সে খুব আগ্রহের সহিত তাহা শিখিতে লাগিল। সাংসারিক কার্য্যের পর সময় করিয়া লইয়া সে যেরূপ যত্নের সহিত পড়িতে লাগিল, তাহাতে মাস পাঁচ ছয়ের মধ্যে সে বেশ স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশিদাসী মহাভারত পড়িতে পারিল।

যখন ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখিলেন, সরলা বাঙ্গালা

পড়িয়া আপনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারে, তখন তিনি তাহাকে সংস্কৃত শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর মধ্যে সরলা গীতা ও রামায়ণ শেষ করিয়া মহাভারত ও ভাগবতের প্রয়োজনীয় অংশগুলির পাঠ সমাপ্ত করিল। চতুর্থ বর্ষে সরলা শ্বশুরের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদের কতক কতক পাঠ করিল ও সেই সঙ্গে দেশের লোকের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে জানিয়া লইল। সে এখন বুঝিল, কি করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। সে এখন শ্রীকৃষ্ণের আদর্শটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে শিখিয়াছে। সে আর এখন নিজেকে ছোট মনে করিয়া হতাশ হয় না—সে এখন মনেপ্রাণে স্বামীর শক্তি পাইয়াছে, তাঁহার আদর্শ তাহার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন নিজেকে সেই আদর্শ অনুসারে কায করিবার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত মনে করে না। এখন ত আর সে একা নহে—এখন যে তাহার হৃদয়াসনে বসিয়া তাহারই স্বামী তাহাকে কর্ম্মব্রতে চালাইবার ভার লইয়াছেন, আর তাহার ভয় কিসের ?

(৬)

পাঠ শেষ করিয়া সরলা কর্ম্মব্রতে আপনাকে উৎসর্গ করিল। সে প্রতিদিন ভোরবেলা উঠিয়া স্নান করে,

স্নানান্তে ঠাকুর-পূজার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া নিজে পূজা করিতে বসে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূজার শেষ হয়। তখন সে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিতে যায়। গ্রামের মধ্যে যত হীন, যত হেয় জাতি বাস করে, সে তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের ছেলেমেয়েদের কোলেপিটে করে, রোগীদের সেবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, কখন বা নিজে ঔষধ ও পথ্য তৈয়ারি করিয়া খাওয়ায়।

তাহারা সরলার এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া যায়, বলে—'মা তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমাদের ছোঁও কেন?' সরলা হাসিয়া বলে—'তোমরা কি মানুষ নও! ব্রাহ্মণের মেয়ে বলিয়াই ত' তোমাদের ছেলেমেয়েকে বেশি ক'রে কোলে ক'র্‌ব। ব্রাহ্মণের কি কাহাকেও ঘৃণা ক'র্‌তে আছে! ভগবান্ যে সকলকে সমান চক্ষে দেখেন, তাঁর কাছে কি ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ আছে!' কোন দিন বা বলে—'সৎপথে যে থাকে, সেই ব্রাহ্মণ। তোমরা যদি সৎপথে থাক, তোমারাও ব্রাহ্মণ হবে। আর ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়ে যদি সৎপথে না থাকে, দশজনের কথা না ভাবে, কেবল নিজেরটী বুঝে, পরের দিকে একবারও না চায়, তবে সে কি আর ব্রাহ্মণ?' কোন দিন বলে—'ভগবান্ ত' আর কারও গায়ে ছাপ মেরে দেন নি যে, এ ব্রাহ্মণ এ শূদ্র, এ বড় এ ছোট—তিনি

সকলকে সমান ক'রে দিয়েছেন। একজন সৎপথে থেকে ব্রাহ্মণ হয়, আর একজন সৎপথে না থেকে শূদ্র হয়। সমাজের চক্ষে যা'ই হ'ক, ভগবানের কাছে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ছোট বড়'র এই ভেদ।'

সে এই রকম করিয়া তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। তাহারাও ক্রমে বুঝিতে শিখিল যে, চেষ্টা করিলে তাহারাও মানুষের মত মানুষ হইতে পারে —ছোট কায বলিয়া কিছু নাই। সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা দরকার তাহাই ভাল কায। তখন তাহাদের সরল প্রাণে ভক্তির ভাব উছলিয়া উঠিল। তাহারা নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের গৃহাদি পর্য্যন্ত তাহারা ব্রাহ্মণের গৃহের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া রাখিতে শিখিল।

যখন সরলা তাহাদের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল, তখন সে তাহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। পুরাণ হইতে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া তাহাদের প্রাণে মনুষ্যত্বের বীজ রোপণ করিতে লাগিল। ছেলেরা আগ্রহের সহিত তাহার সেই অমৃত-মাখা শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল ভাব একেবারে দূর হইয়া গেল—তাহারা শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়ী হইয়া উঠিল।

সরলা কেবল ছেলেদের পড়াইয়াই সন্তুষ্ট হইত না, মাঝে মাঝে তাহাদের কার্য্যরত বাপমায়ের কাছে বসিয়া তাহাদেরও পুরাণের গল্প শুনাইত। কবে ভগবান্ কেন এক ব্রাহ্মণের ঘরের ভিক্ষা না লইয়া চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সুন্দর বৃত্তান্তটি সে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিত। তাহারা কায করিতে করিতে অবাক হইয়া শুনিত, আর ভাবিত—'ভগবান্ কি একদিন আমাদের অন্ন লইয়া আমাদের জন্ম সার্থক করিবেন না ?'

(৭)

সরলা তাহার সন্তানগুলির কাছ হইতে বিদায় লইয়া যখন বাড়ী আসে, তখন বেলা প্রায় ত্রিপ্রহর হইয়া যায়। তখন সে আবার স্নান করিয়া ঠাকুরের জন্য ভোগ রাঁধে। ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে, ঠাকুরের সামনে বসিয়া গীতা পাঠ করে। প্রতিদিন অন্তত এক অধ্যায় পাঠ করা চাই-ই! তারপর ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া সে আবার কর্ম্ম করিতে বসে। এবার পাড়ার ভদ্রলোকের মেয়েরা তাহার কাছে আসিয়া পুরাণ-পাঠ শুনে। সে এই অবসরে তাহাদিগকে পুরাণ পাঠ করিবার মত লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করে এবং সেই সঙ্গে সতী-

সাবিত্রী প্রভৃতির চরিত্র-গাথা শুনাইয়া তাহাদের প্রাণে কর্ত্তব্যের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। আর কোন্ গুণে সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে, সন্তানেরা মানুষের মত হইয়া উঠে, তাহাও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেয়।

সরলা তাহার সন্তানবতী বিধবা ছাত্রীদের দিকে খুব বেশি নজর দিত। সে তাঁহাদের কেমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিত যে, তাঁহাদের দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশি, সধবারা অনেকটা ভার স্বামীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে, কিন্তু বিধবাকে তাঁহার ছেলে মেয়েকে মানুষ করিবার সমস্ত ভার নিজের ঘাড়ে লইতে হয়, যাহাতে তাহারা কোনক্রমে অসৎ পথে না যায়, যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মবৃত্তিগুলি বেশ উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে, সেজন্য তাঁহাকে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হয়। ছেলেমেয়েদের হইতে যাহাতে বংশের মান উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এজন্য তাহাদের সব কার্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আর ত্রুটি হইবামাত্র সস্নেহে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করিতে একটুও সংকুচিত না হওয়া তাঁহার ব্রতের প্রধান অঙ্গ। তিনি যে একাধারে পিতা ও মাতা। এইভাবে সন্তান পালনই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সাধনাদ্বারা

তিনি তাঁহার পরলোকগত স্বামীর আত্মার তৃপ্তি সাধন করেন।

যাহারা নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইয়াছে, সরলা সেই সব হতভাগিনীদিগকে নিজের আদর্শের কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিত, তাহার পুণ্য কার্য্যের সাথী হইবার জন্য তাহাদিগকে কত উৎসাহিত করিত। তাহাদের কত রকমে বুঝাইত—যাহাদের সন্তান নাই, তাহাদের জগৎকে সন্তান করিয়া সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, কারণ তাহাই যে তাহাদের স্বধর্ম্ম সাধন করিবার একমাত্র উপায়।

বলা বাহুল্য, সরলার নীচ জাতি সেবা প্রথমে তাহার প্রতিবেশিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা এজন্য তাহাকে যথেষ্ট নিন্দা ও তিরস্কার করিতেন। কিন্তু সৎকর্ম্মের তেজ যাইবে কোথায়! শীঘ্রই তাঁহারা তাহার শিক্ষাদানের ফল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং জোর করিয়া বাড়ীর মেয়েদের তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন, বলিলেন—'অমন দেবীর সঙ্গে দু'দণ্ড থাকিলে, মানুষের অনেক কল্যাণ হয়। তোমরা হাতে পাইয়া কেন সে কল্যাণ পায়ে ঠেলিবে।'

(৮)

সন্ধ্যার কিছু আগেই মেয়েদের পড়ান শেষ করিয়া সরলা সংসার লইয়া পড়ে। সরলার দেবরদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার মেজ যা এখন তাহার 'দেখিয়া-শুনিয়া বেশ কাজের লোক' হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এখন দুই ছেলের মা। সরলার বড় যা এখন প্রকৃত গিন্নী; কারণ বৌয়েরা আর এখন শাশুড়ীকে কোন কায করিতে দেন না। তিনি এখন জপতপ ও নাতিদের লইয়া ব্যস্ত থাকেন। সংসারের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। সরলা গিন্নী না হইলেও গিন্নীর চেয়ে বেশি। সেই সংসারের মেরুদণ্ড। তাহার সাহায্য না হইলে সংসার এক দণ্ড চলে না। কাহাকেও কিছু দিতে হইবে, সেজ বৌয়ের মত নাও, কেহ কিছু করিবে, আগে সেজ বৌকে জিজ্ঞাসা কর। সব কাজেই সেজ বৌ।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংসারের এদিক-ওদিক কায করিয়া, সরলা স্নান করিয়া আসে। প্রতিদিন তাহার তিনবার স্নান করা চাই-ই—এটা যেন তার ব্রতের একটা অঙ্গ! স্নানান্তে সংসারের রান্না চড়াইয়া দিয়া ঠাকুরের আরতির বন্দোবস্ত করিয়া আবার রান্না ঘরে আসিয়া বসে।

রাত্রির রান্নার ভার সে নিজে লইয়াছে। রান্না ঘরের কার্য সারিতে তার রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়া যায়।

তারপর সে ঠাকুর-ঘরে যাইয়া একবার ঠাকুর দর্শন করিয়া আসে। সেখানে প্রায় ঘণ্টা খানেক কাটিয়া যায়। তার পর যায়েদের কোন ছেলেকে বুকে লইয়া নিদ্রার স্নেহময় কোলে ক্লান্ত দেহভার ঢালিয়া দেয়।

(৯)

সৎকার্য্য মাত্রেরই একটা টান আছে। সে টানের নিকট একদিন না একদিন সকলকেই মাথা নীচু করিতে হয়। সরলার কর্ম্মক্ষেত্রেও তাহাই হইল। একদিন যাহারা তাহার ব্রতাচরণ দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারা সকলেই তাহাকে দেবী বলিয়া মানিয়া লই-য়াছে, সকলেই তাহার ব্রত সফল করিবার জন্য চেষ্টাপর হইয়াছে। ফলে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেখানকার ছেলেরা আগে লেখাপড়ার ধার দিয়া যাইত না, দুষ্টমিই যাহাদের ভূষণ ছিল, তাহারা এখন কেবল নিজেদের উন্নতি করিয়াই সন্তুষ্ট নহে; গ্রাম হইতে গ্রামা-ন্তরে এই পবিত্রতার—এই মহা ভাবের স্রোত বহাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের চেষ্টায় গ্রামের ও গ্রামান্তরের

লোকের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে শিল্পের চর্চ্চা ও আদর বাড়িয়াছে, গ্রামের সকলের প্রাণেই একটা দায়িত্ব জ্ঞান, একটা আত্মসম্মান বোধ, একটা পবিত্রতার আবেশ জন্মিয়াছে। গ্রাম আর সেই জড়তা-পূর্ণ অদৃষ্ট-সর্ব্বস্ব আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-হীন ক্লীবের গ্রাম নাই। তাহা এখন মানুষের—নয় দেবতার গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহা এক সামান্য গৃহকর্ম্মরতা বিধবার নীরব সাধনার ফলে ঘটিয়াছে।

এই বিধবার পুণ্যাদর্শ প্রভাবে গ্রামবাসীরা সকলেই যখন তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার একটি আদেশ, একটি ইঙ্গিত মাত্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে যখন তাহারা জীবন সার্থক মনে করিতে শিখিয়াছিল, তখন একদিন সরলা তাহাদের কয়েক জনকে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ, দেশের কত বিধবা, কত বালকবালিকা আশ্রয় অভাবে নষ্ট হইয়া যায়, তা' ত' তোমাদের অজ্ঞাত নাই। তোমরা কত কি করিতেছ, আর এই সব অনাথদের জন্য কি কিছু করিতে পারনা? দেখ না একবার, যদি কোন উপায় করিতে পার। তা' হইলে একটা মহা পুণ্যকার্য্য করা হইবে।'

সেই দিন হইতে গ্রামবাসীরা সরলার এ অনুরোধ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

অনেক পরামর্শের পর তাহারা গ্রামের একাংশে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করিল। কয়েকটি বিধবা ও দুই তিনটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকা তাহাতে আশ্রয় পাইল। যাহাতে তাহাদিগকে চিরদিনই আশ্রমের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে না হয়, এজন্য তাহাদিগকে নানারূপ শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইল। গ্রামবাসীদের ইচ্ছা, ইহারা শিক্ষিত হইয়া চলিয়া যাইলে আবার একদল অনাথ আশ্রমে স্থান লাভ করিবে। একসঙ্গে বহু-লোকের সেবা করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না বলিয়া তাহারা এই সুন্দর নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।

কেবল শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যাহাতে আশ্রমবাসীরা শিক্ষার গুণে আপনা-দের কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম বুঝিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে ইতিহাস, পুরাণ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়ান হইত। গ্রামের কয়েকটি বিধবা এই আশ্রমের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন; যাঁহারা পারিতেন, তাঁহারা শিক্ষকতার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে আশ্রমটি দিন দিন সার্থকতার পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

গ্রামবাসীদের আগ্রহে সরলা এই আশ্রমের আংশিক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে

একটু সময় করিয়া লইয়া আশ্রমে যাইতেন। তাঁহার পুরাণ-পাঠ ও গল্পকথা শুনিবার জন্য আশ্রমবাসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। তিনি তাঁহার স্বভাব-মধুর-স্বরে নানা কাহিনীর বর্ণনা করিতে করিতে তাহাদের কোন্ এক স্বর্গ রাজ্যে প্রেরণ করিতেন। সে রাজ্যে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, ঘৃণা নাই—আছে দয়া, স্নেহ, ভালবাসা আর কর্ম্মতৎপরতা।

(১০)

যতদিন শরীরে সামর্থ্য ছিল, সরলা একান্ত মনে তাঁহার পুণ্যব্রত পালনে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন; কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল, তখন তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নাতিদের সহিত খেলায় মন দিলেন। তখন ভগবানের নাম জপ ও স্বামীর ধ্যানই তাঁহার প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল।

তাঁহার ভাসুর ও দেবর পুত্রেরা তাঁহার পুণ্যাদর্শ ও শিক্ষাদান প্রভাবে মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বংশগত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। পরহিতচিন্তা তাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র স্বার্থ-বন্ধনে

তাঁহারা আপনাদিগকে বাঁধিতে পারিতেন না। তাঁহাদের কেহ শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আর কেহবা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন, আর কেহ বা উকিল হইয়া দুঃস্থ ও পরপীড়িত ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সকলেই জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পরহিতব্রত পালন করিতেছেন।

সরলাকে তীর্থ ভ্রমণে পাঠাইবার জন্য তাঁহারা কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতেই সরলার মত করাইতে পারেন নাই। সরলা হাসিয়া বলিতেন, তীর্থভ্রমণে যে ব্যয় হইবে, সেই অর্থ দুঃস্থ ও অনাথ-অনাথাদের দান করিলে তীর্থ-দর্শন অপেক্ষা অধিক পুণ্য হইবে। কখন বা বলিতেন, শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে স্ত্রীলোকের বড় তীর্থ আর কি আছে? কখন বলিতেন, স্বামীর পদ-চিন্তা ও তাঁহার আদর্শমত কায করাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। স্বামী-পদ-পূজা ও মনে মনে সেই 'রাতুল চরণের' ধ্যান করিলেই সব তীর্থ দর্শনের ফল জন্মে; আর যে অভাগিনী তাহা না করে, তাহার তীর্থ দর্শন 'করাও যা', না করাও তা,' সে 'যে তিমিরে সে তিমিরে।'

লৌকিক তীর্থদর্শনে তাঁহার এরূপ বিরাগ দেখিয়া

ও তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে তীর্থে পাঠাইবার দুরাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যে কয়দিন সংসারে থাকেন, সে কয়দিন যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, সেদিকে তাঁহারা তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু চিরব্রহ্মচারিণীর আর দুঃখই বা কি, কষ্টই বা কি? তিনি যে সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছিলেন। সামান্য সাংসারিক কষ্ট কি কখন তাঁহার মনকে পীড়া দিতে পারে?

এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার তিনবার স্নান করার অভ্যাস দূর হইল না। কিন্তু শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন একটু অবহেলাতে বিপদ সাংঘাতিক হইয়া উঠে, একথা জানিয়াও সরলা তাঁহার পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেহ এজন্য তাঁহাকে অনুযোগ দিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন, এ ভঙ্গুর দেহ যখন কাযের বাহিরে গিয়াছে, তখন যত শীঘ্র ইহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

বয়স যখন প্রায় সপ্ততিবর্ষ কি আরও কিছু বেশি, তখন একদিন শীতকালে তাঁহার হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য জ্বর হইল। সরলা সর্দ্দির জ্বর বলিয়া তাহা গায়ে মাখিলেন না। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যে সেই জ্বর সাংঘাতিক বিকারে দাঁড়াইল ও কয়েকদিনের মধ্যে

তাঁহাকে দেহভার হইতে চিরমুক্তি দান করিল। মৃত্যু-কালে সরলার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহার মহা-সমাধিলাভ হয়।

দেবীর পারমার্থিক মাঙ্গলিক ক্রিয়া যাহাতে বেশ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয়, এজন্য তাঁহার পরিবার বর্গের ও গ্রামস্থ সকলেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু দেবী মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভাসুর-পুত্রের হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিয়া যান—'আমার জীবন যেমন অনাড়ম্বরে কাটিয়া গিয়াছে, আমার পারমার্থিক কর্ম্মও যেন সেইরূপ অনাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়, বৃথা ব্যয়-বাহুল্যের কোন প্রয়োজন নাই।' বৃদ্ধার এই শেষ আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। কাজেই নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য যাহা-না-করিলে-নয়, সেইরূপ ভাবেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপ্ত হইল।

এই শ্রাদ্ধে আড়ম্বরের অভাব থাকিলেও শ্রাদ্ধের যাহা প্রধানতম উপাদান—ভক্তি, তাহার একটুও অভাব ছিল না। গ্রামস্থ সকলে—উচ্চ নীচ, ভদ্র-অভদ্র সকলে মিলিয়া তিন দিন সরলার গৃহটিকে একটা উৎসবের ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়া ছিল। দিনরাত্রি গীতা পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা, মহাভারতের স্থূলাংশের বর্ণনা ও বৈষ্ণব কবি

দিগের হৃদয়োন্মাদকারী সঙ্গীতের ধারায় কেবল সে বাড়ীটি নহে—গ্রামটি পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

তারপর কত দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও রাজপুরের গৃহে গৃহে সেই মহাদেবীর পুণ্যগাথা শুনিতে পাওয়া যায়, আজও তাঁহার কাহিনী গ্রামটিকে নীচতা—ক্লীবত্ব হইতে রক্ষা করিতেছে। গ্রামের লোকেরা এখনও সেই দেবীর গৃহটিকে তীর্থক্ষেত্র বলিয়া মনে করে আর প্রতিবৎসর তাঁহার মহাসমাধির দিনে সেই তীর্থে এক মহা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আপনাদের হৃদয়-নিহিত পবিত্র ভক্তির উপহার দিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে।
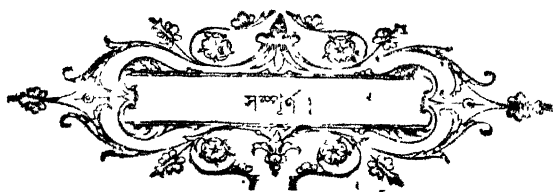
গুরুগোবিন্দসিংহ সম্বন্ধে মতামত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষণাকারী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন—

আপনার গুরুগোবিন্দ পড়িয়া সুখী হইলাম। বাঙ্গলায় আদিম ও প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লেখা একটি সুমহৎ এবং স্থায়ী মূল্যের কার্য্য। ইহাতে আপনি বেশ সফলতা লাভ করিয়াছেন। বইখানিও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই দিন পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী লেখক লেপল গ্রিফিনের রণজিৎ সিংহ ও কানিংহামের গ্রন্থ সম্বল করিয়া "ঐতিহাসিক" প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাঁহারা আপনার "গুরুগোবিন্দে" প্রকৃত আদর্শ দেখিবেন এবং থমকিয়া যাইবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় হয় না।

প্রবাসী বলেন—ইহাতে শিখ দশম গুরু গোবিন্দসিংহজীর বিশদ জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ অনাড়ম্বর। রচনা বেশ শৃঙ্খলা সম্পন্ন। শিখগুরুর মহৎ চরিত্র রচনার গুণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বহু জ্ঞাতব্য কৌতূহলোদ্দীপক খুঁটিনাটি কাহিনী পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়া যায় না। খুব সংযত সাবধনতায় লেখা। বালক-বালিকারাও স্বচ্ছন্দে পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে। ইহাতে গোবিন্দ-সিংহের চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সন্নিবেশিত হওয়াতে গ্রন্থের উপাদেয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পল্লীচিত্র বলেন—গ্রন্থের পক্ষে মূল্য খুব সুলভই হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা সুন্দর হইয়াছে। সুতি শ্রীগুরুগোবিন্দ

সিংহের চিত্রখানি বড়ই সুন্দর। প্রথমেই পুস্তকখানির উৎসর্গ পত্র পড়িয়া মনে হয়, প্রধানতঃ বঙ্গীয় শিশুদিগের জন্যই পুস্তকখানি লিখিত, কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হয়—বয়োবৃদ্ধগণেরও এই পুস্তক মধ্যে যথেষ্ট শিখিবার বিষয় আছে। গ্রন্থকার সুলেখক এবং তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা যথেষ্ট। এই শ্রেণীর জীবন বাঙ্গালা ভাষায় যতই প্রচারিত হইবে, ততই ভাষার অঙ্গপুষ্টি হইবে। শিখগুরু গোবিন্দসিংহের চরিত্র আদর্শ চরিত্র, আদর্শ সর্ব্বদাই উচ্চে থাকে। তাহা হইলেও তাঁহার অনু-করণে যদি আমরা তাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, বিশ্বজনীন প্রেম ইত্যাদি সদ্‌গুণের কিছুমাত্রও লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার সময় আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারিব। আশা করি, গ্রন্থকার মহাশয়ের ঐতি-হাসিক গবেষণার ফলস্বরূপ আরও ঐতিহাসিক চিত্র পাইব।

কাজের লোক বলেন—গ্রন্থখানি উপন্যাস পাঠের ন্যায় কৌতুহলোদ্দাপক, অথচ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। রচনা সরল এবং সুখপাঠ্য। এখানি বঙ্গ সাহিত্যের একখানি সুখপাঠ্য পুস্তক। আমরা পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল্যও বিলক্ষণ সুলভ হইয়াছে।

নিষ্প্রয়োজন বোধে অন্যান্য সমালোচনাগুলি উদ্ধৃত হইল না।

চন্দননগর গোন্দলপাড়া হইতে শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং কলিকাতা ২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থিত নিউ সরস্বতী প্রেসে
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।